তথ্যবিবরণী নম্বরː ৩৩৭০

**'স্কুল মিল প্রকল্প'** **আগামী একনেক বৈঠকে ওঠার আশাবাদ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ) ː

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী রুমানা আলী, আগামী একনেক (জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি) বৈঠকে 'স্কুল মিল প্রকল্প' উঠবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

ঝরে পড়া রোধ, এনরোলমেন্ট ও শিশুর পুষ্টি চাহিদা পূরণে এ প্রকল্প অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন। এছাড়াও উপবৃত্তির অর্থ বাড়ানোর বিষয়টি আলোচনা করবেন বলে তিনি জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, লার্নিং লস ও লার্নিং ঘাটতি পূরণে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম দেশ-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতে পাঠ্যক্রমকে ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ মডিউল সময়োপযোগী করা হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বিকেলে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত ‘Quality Education Ensuring Teacher’s Engagement’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. উত্তম কুমার দাস, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক শফিউল আজম প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

#

তুহিন/ফয়সল/মোশারফ/শামীম/২০২৪/২৩০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বরː ৩৩৬৯

**লেফটেন্যান্ট জেনারেল মিজানুর রহমান শামীমের মাতার মৃত্যুতে**

**আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্র শোক**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ) ː

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহবায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্, সশস্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) লেফটেন্যান্ট জেনারেল মিজানুর রহমান শামীমের মাতা মমতাজ বেগম (৭৫বছর) এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ এক শোক বিবৃতিতে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে শোকার্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

#

আহসান/ফয়সল/মোশারফ/শামীম/২০২৪/২৩১৫ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৩৬৮

**তিন নৌযান শ্রমিক ফেডারেশনের ডাকা কর্মবিরতি প্রত্যাহার**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ):

তিন নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন যথাক্রমে বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ জাহাজী শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ নৌপরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের ডাকা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

আজ শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে নৌযান মালিক সমিতি এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক শেষে তিন নৌযান শ্রমিক ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ এ ঘোষণা দেন।

#

ফেরদৌস/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/শামীম/২০২৪/ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৩৬৭

**জেলা প্রশাসকদেরকে পেশাদারিত্ব ও দায়িত্বশীল**

**ভূমিকা রেখে দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার আহ্বান ধর্মমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ):

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান সরকারের সকল কাজে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও দায়িত্বশীল ভূমিকা রেখে দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য জেলা প্রশাসকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সূচনা অধিবেশনে বক্তৃতাকালে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

জেলা প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য স্থির করেছেন। রূপকল্প ২০৪১ ও সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার ২০২৪ এর অঙ্গীকার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। এ লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে আপনারা সকলেই নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে আপনাদেরকে আরো বেশি সোচ্চার হতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সকল কাজে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা, প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ে মাঠ পর্যায়ে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আরো বেগবান, গতিশীল ও ফলপ্রসূ করার ক্ষেত্রে মন্ত্রী জেলা প্রশাসকদের সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়া, মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণ, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, যাকাত সংগ্রহ জোরদার করা, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশ সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রেও জেলা প্রশাসকদের সুদৃষ্টি প্রত্যাশা করেন ধর্মমন্ত্রী।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেনের সভাপতিত্বে এসময় অন্যান্যের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী নাহিদ ইজাহার খান, ধর্ম সচিব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার, সংস্কৃতি বিষয়ক সচিব খলিল আহমদ, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

#

আবুবকর/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৩৬৬

**বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস-২০২৪ এর আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ):

যথাযোগ্য মর্যাদা এবং অত্যন্ত জাঁকজমক ও উৎসবমুখর পরিবেশে ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস-২০২৪’ এর আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রাজধানী ঢাকার পিলখানাস্থ বিজিবি সদর দপ্তরের বীরউত্তম আনোয়ার হোসেন প্যারেড গ্রাউন্ডে বিজিবি দিবসের আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ পরিদর্শন, অভিবাদন গ্রহণ এবং বীরত্ব ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বিজিবি সদস্যদের পদক প্রদান করেন।

সীমান্ত সুরক্ষা, চোরাচালান রোধ, মাদক ও নারী-শিশু পাচার রোধসহ বিভিন্ন আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমন এবং সীমান্তবর্তী জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে বিজিবির দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের ভূয়সী প্রসংশা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সীমান্তে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন, যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা, দেশগঠন ও জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজে বিজিবি’র পেশাদারিত্ব সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বিজিবি’র মনোমুগ্ধকর কুচকাওয়াজ বিশেষ করে নারী সৈনিকদের ড্রিল দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি বিজিবিতে বীরত্ব ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পদকপ্রাপ্তদের তা পরিয়ে দেন এবং তাদের অভিনন্দন জানান।

প্রধানমন্ত্রী প্যারেড গ্রাউন্ডে নির্মিত বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ‘প্রেরণা’ এর শুভ উদ্বোধন করেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী বিজিবি’র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি অনুষ্ঠানের কেক কাটেন এবং বিজিবি’র দরবার হলে বক্তব্য রাখেন।

এরপর ডগ মার্চ, ট্রিক ড্রিল, বর্ণাঢ্য মোটর শোভাযাত্রা এবং বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ শেখ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ ও বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সম্মিলিত প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

#

শরীফুল/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২১৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বরː ৩৩৬৫

**দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক হিসেবেও শেখ হাসিনা সারাবিশ্বে অনন্য**

**- ধর্মমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ) ː

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সততা ও নেতৃত্বগুণে বিশ্বনন্দিত রাষ্ট্রনায়কের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন । দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক হিসেবেও শেখ হাসিনা সারাবিশ্বে অনন্য।

আজ ঢাকায় জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিতে 'ম্যানেজমেন্ট স্কিলস ফর প্রজেক্ট এক্সিকিউটিভস' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ধর্মমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে পদার্পণ করেছি। দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক প্রায় সকল কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। মানুষের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডেও প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতার বিষয়টি চিন্তা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণেই আউটসোর্সিং ও ডিজিটাল সেবাখাতে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে। ডিজিটাল সেবাখাতে সরাসরি প্রায় তিন লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এটি বেড়ে ২০২৫ সাল নাগাদ পাঁচ লাখে উন্নীত হবে।

মোঃ ফরিদুল হক খান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশের ভিত্তিসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই ভিত্তিসমূহ তৈরিতে আমাদের সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখতে হবে। কাউকে পিছিয়ে রেখে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন সম্ভব হবে না। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্টদেরকে প্রযুক্তিজ্ঞানে দক্ষ করে গড়ে তোলার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকেও স্মার্ট সিটিজেন হিসেবে গড়ে তুলতে কার্যকর উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানান।

পেশাগত দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে ধর্মমন্ত্রী বলেন, সময়ের সাথে সমান তালে এগিয়ে চলা এবং আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কাজে যদি পেশাদারিত্বের প্রতিফলন না থাকে তাহলে প্রকল্প যথাসময়ে ফলপ্রসূভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। আমরা এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছি।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১, সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার ২০২৪ এবং এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ অর্জনের বিষয় বিবেচনায় রেখে আমাদের সকল কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তর বা সংস্থার সকল কাজে শতভাগ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, কোথাও কোন ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি বা বিচ্যুতি সহ্য করা হবে না।

জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমির অতিরিক্ত মহাপরিচালক আব্দুল মোতালেব সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে এনএপিডির মহাপরিচালক সুকেশ কুমার সরকার ও এনএপিডির পরিচালক (প্রশিক্ষণ) হাসান তারিক বক্তৃতা করেন।

উল্লেখ্য, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৬ষ্ঠ পযার্য়) প্রকল্পের অর্থায়নে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে। পাঁচ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রকল্পসংশ্লিষ্ট ২৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে।

#

সিদ্দীক/ফয়সল/শফি/মোশারফ/শামীম/২৯২৪/২০৩৫ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৩৬৪

**প্রতিবন্ধীদের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হবে**

**--- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

কক্সবাজার, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ):

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হবে। এ লক্ষ্যে তাদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ে কাজ করছে সরকার।

মন্ত্রী আজ কক্সবাজারে স্থানীয় একটি হোটেলের সম্মেলন কক্ষে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ ও সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ের লক্ষ্যে কার্যকর টুলস প্রণয়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘প্রতিবন্ধীবান্ধব পরিবেশ গঠনসহ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায়ও সরকার বদ্ধপরিকর।’ নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ শাহ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ খায়রুল আলম সেখ, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগের পরিচালক কাজী নাজিমুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

তিন দিনব্যাপী এ কর্মশালায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাসহ এনডিডি বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক, শিশু নিউরোলজিস্ট অংশ নিচ্ছে। এ সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতাভিত্তিক সঠিক পরিসংখ্যান করা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশে সহায়তা করাসহ বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

#

জাকির/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২০৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বরː ৩৩৬৩

**জেলেদের তালিকা প্রস্তুত এবং বিলুপ্ত ও পরিত্যক্ত জলাশয় সংস্কার করতে হবে**

**--মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ) ː

প্রকৃত জেলেদের খুঁজে বের করে সঠিকভাবে তালিকা প্রস্তুত এবং বিলুপ্ত ও পরিত্যক্ত জলাশয় সংস্কারপূর্বক মাছ চাষের আওতায় আনার ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোঃ আব্দুর রহমান।

আজ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলাপ্রশাসক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে ডিসিদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী এ আহবান জানান।

ডিসিদের উদ্দেশ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, পুকুর, পচাডোবা, ছোট ছোট খাল, নদী যেগুলো বিলুপ্তির পথে, সেগুলো চিহ্নিত করে সংস্কারপূর্বক মাছ চাষের আওতায় আনার ব্যবস্থা নিতে হবে। শেখ হাসিনার বাংলাদেশে মাছে ভাতে সকলেই ভালোভাবে বেঁচে থাকবে, কেউ খাবারের অভাবে, পুষ্টির অভাবে মারা যাবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী বলেন, ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ে জেলেদেরকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে সহযোগিতা করা হয়। এক্ষেত্রে তিনি প্রকৃত জেলে এবং যেসব জেলে ক্ষতিগ্রস্ত তাদের তালিকা যেন নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করা হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য ডিসিদের প্রতি আহবান জানান। তিনি কারেন্ট জালসহ নিষিদ্ধ ঘোষিত অন্যান্য জাল যেগুলো দিয়ে অপ্রাপ্ত বয়সের মাছগুলোকেও ধরে ফেলা হয়, সেসব নিষিদ্ধ জাল ব্যবহারের বিষয়টি যেকোনো উপায়ে প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ডিসিদের প্রতি আহবান জানান।

আব্দুর রহমান বলেন, মাইকিংসহ অন্যান্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালানোর পাশাপাশি আইনের যথাযথ প্রয়োগ করা হলে ইলিশসহ অন্যান্য মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান সরকার জাটকা রক্ষায় কেবল আইন প্রয়োগ করছে না বরং এই মাছ ধরা নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের জন্য ভিজিএফ খাদ্য সহায়তার পরিমাণ আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি করেছে।

মন্ত্রী জানান, এবছর আগামী ১১ মার্চ হতে ১৭ মার্চ পর্যন্ত ‘জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ, ২০২৪’ উদ্‌যাপন করা হবে। যার উদ্বোধন অনুষ্ঠান আগামী ১১ মার্চ ইলিশ সমৃদ্ধ অন্যতম জেলা চাঁদপুর-এর সদর উপজেলার মোলহেড প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে ।

অধিবেশন শেষে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, আসন্ন রমজান মাসে রাজধানীর ২৫ থেকে ৩০টি স্থানে ট্রাকে করে কম দামে মাংস, দুধ ও ডিম বিক্রি করা হবে। আগামী ১০ মার্চ এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হবে। ঈদের আগের দিন পর্যন্ত ট্রাকে করে এ কার্যক্রম চলবে জানিয়ে তিনি বলেন, ঢাকার বাইরে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করার তাগিদ আছে। ব্যবসায়ীদের কাছে অনুরোধ, আপনারা মানুষকে কষ্ট দিয়ে অধিক মুনাফা লাভের চেষ্টা করবেন না। এই কার্যক্রম সারা দেশে চলবে কি-না জানতে চাইলে তিনি বলেন, আপাতত ঢাকায় ২৫ থেকে ৩০টি স্থানে এটা করা হবে। পর্যায়ক্রমে সামর্থ্য অনুসারে আরো বেশি জায়গায় প্রসারিত করার চেষ্টা করা হবে।

ইলিশ সংরক্ষণ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, জাটকা ধরা থেকে মৎস্যজীবীদের নিবৃত্ত করতে হবে। এটা বন্ধ হলে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি হবে। মাছ উৎপাদন নিয়ে মৎস্যসম্পদে আমরা সন্তোষজনক অবস্থায় আছি। এর প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের আরো কিছু পরিকল্পনা আছে বলে এসময় তিনি মন্তব্য করেন।

#

নাজমুল/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৩৬২

**বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সাথে ভারতের হাইকমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা (Pranay Verma) আজ ঢাকায় মন্ত্রীর অফিসকক্ষে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রতিমন্ত্রী হাইকমিশনারকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ও ভারতের একসাথে কাজ করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। প্রতিবেশীদেশসমূহ হতে আমরা ৯০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করতে চাই। নেপাল ও ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির প্রক্রিয়া অনেক অগ্রসর হয়েছে। নেপাল থেকে ৪০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি আগামী মাসে স্বাক্ষর হতে পারে। জিএমআর-এর মাধ্যমে ৫০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ আমদানির বিষয়টিও প্রায় চূড়ান্ত। তিনি বলেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ও এগুচ্ছে। মেঘালয়, ত্রিপুরা বা আসাম হতে বিদ্যুৎ আমদানি ও রপ্তানি করার বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এইচ-এনার্জির মাধ্যমে এলএনজি গ্যাস আমদানির প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা ভারতসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে কানেকটিভিটি বাড়াতে চাই। এক্ষেত্রে ভারতের সহযোগিতা প্রয়োজন। নেপাল থেকে বাংলাদেশে ডেডিকেটেড লাইন থাকলে পাওয়ার ট্রেড গতি পাবে। এতে ভারতও লাভবান হবে। তিনি আরো বলেন, সহযোগিতার ক্ষেত্র বাড়াতে প্রতিমাসে উভয় পক্ষের সংশ্লিষ্টদের সভা করা অপরিহার্য। বায়ু ফুয়েল নিয়েও আমরা একসাথে কাজ করতে পারি। এলপিজির চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। এসব খাতে বাংলাদেশের বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা ভারতে কিভাবে কাজ করতে পারে, এ বিষয়টিও সক্রিয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশের সাথে ভারতের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতা বাড়ছে। নেপাল থেকে বাংলাদেশে জলবিদ্যুৎ আমদানি চলমান। ভারতও নেপাল থেকে প্রায় ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করে।

সাক্ষাৎকালে হাইভোল্টেজ সঞ্চালন লাইন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বিদ্যুৎ আমদানি-রপ্তানি, আর-এলএনজি, জ্বালানি সক্ষমতা বৃদ্ধি, জ¦ালানি দক্ষতা, ভবিষ্যৎ আঞ্চলিক কানেকটিভিটি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়।

#

আসলাম/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বরː৩৩৬১

**চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে আরো**

**স্বচ্ছতা ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করা হবে**

**-তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ) ː

চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে আরো স্বচ্ছতা ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত।

আজ সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত ‘পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদানের স্ক্রিপ্ট বাছাই কমিটি’ ও ‘পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটি’-এর সদস্যদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় প্রতিমন্ত্রী এ কথা জানান।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো. কাউসার আহাম্মদ, উপসচিব মো. সাইফুল ইসলাম, পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদানের স্ক্রিপ্ট বাছাই কমিটির সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন, ফিল্ম এন্ড ফটোগ্রাফি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রিফফাত ফেরদৌস, চলচ্চিত্র নির্মাতা মো. মুশফিকুর রহমান গুলজার, অভিনেত্রী ফাল্গুনী হামিদ এবং অভিনেত্রী আফসানা মিমি, পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটির সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার ও পারফরমেন্স বিভাগের অধ্যাপক ও অভিনেত্রী ওয়াহিদা মল্লিক জলি, স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম এন্ড মিডিয়া বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা মতিন রহমান, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি ও চলচ্চিত্র নির্মাতা কাজী হায়াৎ এবং রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদের সভাপতি আহমেদ মুজতবা জামাল মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় প্রতিমন্ত্রী জানান, সরকারি অনুদানে চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকার আরো পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করতে চায়। স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রক্রিয়ায় যাতে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদান দেওয়া যায় সে ব্যাপারে সরকার সচেষ্ট। চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যাতে অনুদানের জন্য বাছাই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে পারে সরকার সেটাও নিশ্চিত করতে চায়। সরকারি অনুদানে যাতে রুচিশীল ও মানসম্মত চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যায় সেটাই সরকারের লক্ষ্য।

মতবিনিময়কালে প্রতিমন্ত্রী ‘পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদানের স্ক্রিপ্ট বাছাই কমিটি’ ও ‘পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটি’-এর সদস্যদের বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন।

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী বলেন, পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদানের স্ক্রিপ্ট বাছাই কমিটি প্রাপ্ত প্যাকেজ প্রস্তাবসমূহ বাছাই করে গুণগতমানের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করবে। সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা অনুদান প্রত্যাশীরা বাছাই কমিটির সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ সদস্যদের সামনে উপস্থাপনা প্রদান করবে। উপস্থাপনার ভিত্তিতে বাছাই কমিটির সদস্যরা নির্ধারিত ক্ষেত্রে নম্বর প্রদানপূর্বক আরো সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরির জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করবে। এ সময় পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটির সদস্যরা পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। পরবর্তীতে চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত অনুদান প্রত্যাশীরা পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটির সদস্যদের সামনে উপস্থাপনা প্রদান করবেন। উপস্থাপনার ভিত্তিতে অনুদান কমিটি নির্ধারিত ক্ষেত্রে নম্বর প্রদানপূর্বক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। এ সময় পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদানের স্ক্রিপ্ট বাছাই কমিটির সদস্যরা পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

উল্লেখ্য, চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০২০ (সংশোধিত) এর ভিত্তিতে সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়।

#

ইফতেখার/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৮০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বরː ৩৩৬০

**দূষণজনিত রোগ প্রতিরোধে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে**

**- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ) ː

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার কৌশলগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এটি পরিবেশ দূষণজনিত অসংক্রামক রোগ যেমন ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ম্যালেরিয়া, গর্ভপাত ও অকাল প্রসব, শ্বাসযন্ত্রের রোগ, হৃদরোগ, স্নায়ুতন্ত্রের রোগ, কিডনি রোগ ইত্যাদি মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। মন্ত্রী স্বাস্থ্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন।

পরিবেশমন্ত্রী আজ ঢাকায় ওয়েস্টিন হোটেলে আইসিডিডিআরবি কর্তৃক আয়োজিত ‘অসংক্রামক রোগ ও পরিবেশ পরিবর্তন’ বিষয়ক সিম্পোজিয়ামে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে এবং অসংক্রামক রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিবেশগত পরিবর্তন, বিশেষ করে পানির লবণাক্ততা, অসংক্রামক রোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। উপকূলীয় এলাকায় পানির লবণাক্ততা জলবায়ু পরিবর্তন-সম্পর্কিত অসংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মন্ত্রী বলেন, গবেষণায় বাংলাদেশ একটি বিশ্বব্যাপী অংশীদার হতে চায়। দেশের প্রয়োজনভিত্তিক কর্মসূচি গবেষণা প্রয়োজন।

মন্ত্রী জানান, উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় নিরাপদ পানীয় জল নিশ্চিতকরণের প্রকল্প এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি সার্বিক ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়ন চলছে। মন্ত্রী তাঁর মন্ত্রণালয় ঘোষিত ১০০ দিনের কর্মসূচির কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বায়ুদূষণ রোধ, অবৈধ ইটের ভাটা মোকাবিলা, প্লাস্টিক দূষণ মোকাবিলা এবং পরিবেশ শিক্ষা প্রচারসহ কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ম্যাট ক্যানেল, ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার, ব্রিটিশ হাইকমিশন, ঢাকা; অধ্যাপক কারা হ্যানসন, ফ্যাকাল্টির ডিন, পাবলিক হেলথ এন্ড পলিসি, লন্ডন স্কুল অভ্‌ হাইজিন এন্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন, গ্লোবাল হেলথ রিসার্চ প্রোগ্রামের পরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ্‌ হেলথ এন্ড কেয়ার রিসার্চ; ডাঃ তাহমিদ আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, আইসিডিডিআরবি; ডা. আলিয়া নাহিদ, বিজ্ঞানী, পুষ্টি গবেষণা বিভাগ, আইসিডিডিআরবি প্রমুখ সিম্পোজিয়ামে বক্তব্য রাখেন।

#

দীপংকর/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বরː ৩৩৫৯

**প্রখ্যাত চিকিৎসক অধ্যাপক এ জেড এম শাখাওয়াত হোসেন শাহিনের মৃত্যুতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ) ː

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ এবং দেশের সার্জারি চিকিৎসার প্রখ্যাত চিকিৎসক অধ্যাপক এ জেড এম শাখাওয়াত হোসেন শাহিনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

শোক বার্তায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মরহুম অধ্যাপক এ জেড এম শাখাওয়াত হোসেন শাহিন ছিলেন সার্জারি চিকিৎসার একজন দক্ষ ও নির্ভরশীল চিকিৎসক। তিনি আমার সাথে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তিনি অল্প সময়েই দেশের সার্জারি চিকিৎসায় নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসককে হারালো। এই ক্ষতি সহজে পূরণ হবার নয়।’

#

মাইদুল/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৯১০ঘণ্টা

Handout Number: 3358

**Health dimension would be incorporated into NAP to address NCDS  
 - Environment Minister**

Dhaka, 4 March:

Minister of Environment, Forest and Climate Change Saber Hossain Chowdhury announced that the health dimension would be incorporated into one of the National Adaptation Plan (NAP) strategies to address environment-related non-communicable diseases (NCDs) such as Dengue, Chikungunya, malaria, miscarriages, and premature childbirth, respiratory diseases, cardiovascular diseases, neurological disorders, kidney diseases etc. Minister Chowdhury also highlighted the nexus between health and climate change.

Environment Minister said this in his speech as the chief guest in NIHR Global Health Research Centres Symposium organized by icddrb on Non-Communicable Diseases and Environmental Change held at the Westin, Dhaka today.

The Minister said, Climate Change poses a severe threat, impacting our health and causing Non-Communicable Diseases. Environmental changes, particularly water salinity impact health, contributing to Non- Communicable Diseases. Focusing on environmental change-related NCDs, such as water salinity in coastal areas is crucial. He said, Bangladesh wants to be a global partner in research. Country specific action research is required. Despite accessing various funds, our needs far exceed available resources.

Environment minister said, projects ensuring safe drinking water in saline-prone coastal zones and a comprehensive delta plan for sustainable growth are underway. Afforestation along the coast aims to protect lives during natural disasters. Minister also mentioned his ministry's 100-day program for a healthier Bangladesh. He said effective initiatives have been taken including combating air pollution, addressing illegal brick kilns, tackling plastic pollution, and promoting environmental education.

Matt Cannell, Acting High Commissioner, British High Commission, Dhaka; Professor Kara Hanson, Dean of Faculty, Public Health and Policy, The London School of Hygiene and Tropical Medicine, Director of the Global Health Research Programme, National Institute of Health and Care Research; Dr Tahmeed Ahmed, Executive Director, icddrb; Dr Aliya Naheed, Scientist, Nutrition Research Division, icddrb were present in the symposium.

#

Dipankar/Pasha/Faisal/Shafi/Mosharaf/Shamim/2024/2900 hours

তথ্যবিবরণী নম্বরː ৩৩৫৭

**জেলাপ্রশাসক সম্মেলনে নদী রক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে**

**-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ) ː

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, নদীর সাথে জলবায়ু পরিবেশ সবকিছুই যুক্ত; তাই জেলাপ্রশাসক সম্মেলনে নদী রক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আজ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ‘জেলাপ্রশাসক সম্মেলন ২০২৪’-এর দ্বিতীয় দিনের ষষ্ঠ কার্য অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী গতকাল একটি নির্দেশনা দিয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকের বাইরেও যাতে জেলাপ্রশাসন এবং বিভাগীয় প্রশাসন থেকে দেখাশোনা করা হয় এমন একটি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আজকের অধিবেশনে সেটা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জেলাপ্রশাসককে দেখভাল করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ডিসিরা স্থানীয় পর্যায়ে অনেক কাজ করেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলোতে বিশেষ নজরদারি রাখবেন তারা।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশকে আমরা পেয়েছিলাম ’৭৫ এর ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশের সে গতিপথ পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রে নদীও রক্ষা পায়নি। তিনি বলেন, মানুষের নদী দখল করার যে চিন্তা-ভাবনা ছিল; সেখান থেকে দূরে সরে গেছে। বর্তমান সরকারের শক্ত অবস্থানের কারণে এই আমূল-পরিবর্তন হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, নদী রক্ষার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম আমাদের সঙ্গে সবসময় ছিল, সহযোগিতা করেছে। তিনি আরো বলেন, আমাদের এই কঠোর অবস্থানটা এখনো চলমান আছে। এই জায়গায় আমরা কোন ধরনের কম্প্রোমাইজ করব না।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৩৫৬

**মানুষের দোরগোড়ায় স্মার্ট ডাক সেবা পৌঁছে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর**

**--- জুনাইদ আহমেদ পলক**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ):

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেছেন, ডাকঘরের বিস্তীর্ণ নেটওয়ার্ক, বিশাল অবকাঠামো ও জনবল ব্যবহার করে প্রত্যন্ত এলাকাসহ দেশের প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় স্মার্ট ডাক সেবা পৌঁছে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। সময়ের চাহিদা মেটাতে ডাকঘরকে মেইল থেকে ডেলিভারি সার্ভিসে রূপান্তরের পাশাপাশি অন্যদের সাথে অবকাঠামো শেয়ারের মাধ্যমে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নত ডাকসেবা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। সে সুযোগ কাজে লাগাতে সংশ্লিষ্টদের পথনকশা তৈরি করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় ডাকভবনে স্মার্ট ডাকঘর নির্মাণে ডাক অধিদপ্তর, এটুআই এবং ইক্যাব এর সাথে এক পরামর্শক সভায় এ নির্দেশনা প্রদান করেন।

পণ্য পরিবহনে ডাকঘর হবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সেবা প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০০৮ সালে ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশের ঠিকানা আমরা ২০২১ সালে অতিক্রম করেছি। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের আরেকটি স্বপ্নের ঠিকানায় ২০৪১ সালের মধ্যে পৌঁছানোর অভিযাত্রা আমরা শুরু করেছি। প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ যাতে কম খরচে ঘরে বসেই ডিজিটাল শপ থেকে পণ্য ক্রয় করতে পারেন সেই লক্ষ্যে স্মার্ট ডাক বিতরণের উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি। তিনি বলেন, স্মার্ট ডাক ব্যবস্থায় দেশের ১০ হাজার পোস্ট অফিসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন হাবের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে। স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাকিং পদ্ধতিতে ক্রেতার পণ্য কোথায় আছে তাও সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব হবে। প্রতিটি ডাক ঘরে ই-কমার্সের জন্য একটি আলাদা কর্নার থাকবে যেখান থেকে পণ্য সর্টিং, ট্র্যাকিং এবং দ্রুততম সময়ে ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। স্মার্ট ডাকঘর প্রতিষ্ঠায় স্বল্প মেয়াদি, মধ্য মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারলে ডাক সেবায় ডাকঘরের সমকক্ষ কোন প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া দুরূহ হবে। পলক বলেন, ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডাক অধিদপ্তর পিছিয়ে থাকতে পারে না।

সভায় ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক তরুণ কান্তি সিকদার, এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক মামুনুর রশিদ, পলিসি এডভাইজার আব্দুল বারী, ইক্যাবের সভাপতি শমী কায়সার এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুল ওয়াহেদ তমাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরে মন্ত্রী ঢাকার গুলশানে টেলিটক সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন এবং কর্মকর্তাদের সাথে টেলিটকের গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে গৃহীত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে মতবিনিময় করেন। প্রতিমন্ত্রী এ সময় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে টেলিটক মোবাইল ইন্টারনেটের একটি বিশেষ সাশ্রয়ী প্যাকেজ তৈরি এবং ৭ মার্চ থেকে তা চালুর নির্দেশনা প্রদান করেন।

#

শেফায়েত/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৩৫৫

**পাটখাতের উন্নয়নে আমূল পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে**

**--- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ):

পরিবেশবান্ধব পাটপণ্যের রপ্তানি ও জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান বাড়াতে পাটখাতের আমূল পরিবর্তন করতে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক।

আজ ঢাকার মতিঝিলে বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন (বিজেএমসি)-এর সম্মেলন কক্ষে ‘জাতীয় পাট দিবস’ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ‘পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপণনে সম্ভাবনা, প্রতিবন্ধকতা ও করণীয়’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মির্জা আজম এমপি। সভাপতিত্ব করেন বস্ত্র ও পাট সচিব মোঃ আব্দুর রউফ।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিজেএমএ সভাপতি মোঃ আবুল হোসেন। এছাড়া ‘পাট শিল্পের উন্নয়নে এর বহুমুখীকরণ, সম্ভাবনা ও করণীয়’ শীর্ষক পেপার উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না। সেমিনারে পাটপণ্যের বহুমুখীকরণের ওপর জোর দিয়ে এখাতে উদ্যোক্তাবৃন্দ নানাবিধ পরামর্শ প্রদান করেন।

মন্ত্রী বলেন, বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে আরো বৈচিত্র্য আনতে হবে। ক্রেতা আকৃষ্ট হয় এমন ডিজাইন উদ্ভাবন করতে হবে। সফল রাষ্ট্রনায়ক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাট ও পাটজাত পণ্যের ওপর অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের পরে যতগুলো বক্তৃতা দিয়েছেন প্রত্যেকটিতে পাট ও চামড়া শিল্পের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পাট সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বার্তাটি গুরুত্বসহকারে অনুধাবন করে এবিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটপণ্যের ব্যাপক চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে পাটপণ্যের রপ্তানি বাড়াতে সবাইকে একসাথে কাজ করার কথা উল্লেখ করে নানক বলেন, পাটশিল্পে বেসরকারি খাতের উদ্যোগকে আরো উৎসাহিত করা হবে। এ লক্ষ্যে যা যা করণীয় তাই করা হবে। এর মাধ্যমে পাটপণ্যকে জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম প্রধান খাত হিসেবে তৈরি করতে সক্ষম হবো।

সম্প্রতি জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত আম্বিয়ান্তে ফেয়ারে অংশগ্রহণ সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, মেলায় বাংলাদেশ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের পাটজাত পণ্যের ডিজাইন ও নিউ ট্রেন্ড দেখেছি। আমাদের অনেক উদ্যোক্তা চমৎকার পরিবেশবান্ধব পণ্য সামগ্রী নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। এ মেলায় আমার অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

#

সৈকত/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৩৫৪

**স্বাস্থ্যখাত নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাশা পূরণ হবে**

**--- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ):

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন বলেছেন, জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যতটা সজাগ ততটা সজাগ আর কেউ সম্ভবত নেই। প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধিতে অনেক পরিকল্পনা ও চিন্তাভাবনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী আমাকে একজন ডাক্তার থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বানিয়েছেন। প্রতিমন্ত্রী হিসেবেও একজন পেশাদার ডাক্তারকেই দিলেন তিনি। সুতরাং, প্রধানমন্ত্রীর মেসেজ একদম পরিষ্কার। তিনি দেশের স্বাস্থ্যখাতে দৃশ্যমান উন্নতি করতে চান। এক্ষেত্রে আমি এবং প্রতিমন্ত্রী দুজনেই প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাশাটা বুঝি ও জানি। আমরা সেভাবেই কাজ এগিয়ে নিতে চাই, যাতে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাশা পূরণ হয়।

মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে সদ্য যোগদানকৃত ডা. রোকেয়া সুলতানার সাথে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

নবনিযুক্ত স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. রোকেয়া সুলতানা বলেন, আমি ছাত্র রাজনীতি থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে রাজনীতি করেছি কোনো পদ-পদবি পাওয়ার আশায় নয়। প্রধানমন্ত্রী আমাকে এত বড় সম্মান দিয়েছেন দেশের মানুষের সেবা করার জন্য। ৩৩ বছর আমি চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছি। স্বাস্থ্যখাতের মাঠ থেকে উচ্চ পর্যায়ে আমার জানাশোনা আছে। তিনি বলেন, চাকরি জীবনে বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে ১৯৮০ সাল থেকে একসাথে কাজ করেছি। আশা করছি, আমরা একসাথে মিলে এবার স্বাস্থ্যখাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাশা পূরণে কাজ করতে পারবো।

এর আগে স¦াস্থ্যমন্ত্রী আগামী ৮ মার্চ শুক্রবার অনুষ্ঠিতব্য বিডিএস (বাংলাদেশ ডেন্টাল সার্জন) ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত একটি প্রস্তুতিমূলক সভায় বক্তব্য রাখেন।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব আজিজুর রহমান, বিএমএ সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, স্বাচিপ সভাপতি মোঃ জামাল উদ্দিন চৌধুরী এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, নার্সিং অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, ডিজিডিএ-সহ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল অধিদপ্তরের মহাপরিচালকগণ ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

#

মাইদুল/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৩৫৩

**অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনা ও ফসলি জমি**

**রক্ষায় জেলাপ্রশাসকদের সহযোগিতা চেয়েছেন কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ):

অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনা, ফসলি জমি রক্ষা এবং মজুতদারি রোধে জেলাপ্রশাসকদের সহযোগিতা চেয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ। আজ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে চলমান ‘জেলাপ্রশাসক সম্মেলন-২০২৪’-এ কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সেশনে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল পতিত জমিকে আবাদের আওতায় আনার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে চিনিকল, পাটকল, বস্ত্রকল, রেলপথ এর পতিত জমি চাষের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কোনো অনাবাদি জমি খালি রাখা হবে না। পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আনার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, আবাদি জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তাই অকৃষি কাজে কৃষি জমির ব্যবহার ন্যূনতম পরিমাণ নিশ্চিত করা এবং উর্বর কৃষি জমি যাতে অধিগ্রহণ না করা হয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়া তিন ফসলি জমি কৃষি কাজের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।

মজুতদারি রোধে মনিটরিং জোরদারের আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, কৃষিপণ্য অবৈধভাবে মজুত করে অসাধু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রমজানসহ সারাবছর যাতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য জেলাপ্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে তৎপর থাকতে হবে। এ বিষয় জেলাপ্রশাসকগণ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন।

কৃষি উৎপাদনের সাফল্য তুলে ধরে মন্ত্রী আরো বলেন, জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব ও বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও ২০২২-২৩ অর্থবছরে চাল উৎপাদন হয়েছে ৩৯১ দশমিক শূন্য ২ লাখ মেট্রিক টন। এছাড়া অন্যান্য প্রধান প্রধান ফসলের মধ্যে ১১ দশমিক ৭০ লাখ মেট্রিক টন গম, ৬৪ দশমিক ৩১ লাখ মেট্রিক টন ভুট্টা, ১১০ দশমিক ৮৫ লাখ মেট্রিক টন আলু ও ২২৫ দশমিক ৪১ লাখ মেট্রিক টন শাক-সবজি উৎপাদন হয়েছে। এছাড়া সরিষা উৎপাদন হয়েছে ১১ দশমিক ৬৩ লাখ মেট্রিক টন ও পেঁয়াজ ৩৪ দশমিক ৫৬ লাখ মেট্রিক টন ।

পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী বলেন, কৃষকরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ করতে হবে। বীজ থেকে চারা না গজালে বা অঙ্কুরোদগম না হলে, দায়ী ব্যক্তিদের চরম শাস্তি দেওয়া হবে।

বিকালে সচিবালয়ে কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ইরি) প্রতিনিধিদল এবং এশিয়া প্যাসিফিক এসোসিয়েশন অভ্ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউশন (আপারি) এর প্রতিনিধিদল পৃথক বৈঠক করেন। এছাড়া ঢাকায় নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত Abdulla Ali Abdulla Khaseif AlHmoudi সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

ইরির হেলদিয়ার রাইস প্রোগ্রামের প্রজেক্ট লিডার রাসেল রেইনকের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে জিএমও গোল্ডেন রাইস জাত অবমুক্তির বিষয়ে কৃষিমন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করেন। তাঁরা জানান, ফিলিপাইনে গোল্ডেন রাইস চাষ হচ্ছে। এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে জানান মন্ত্রী। এ সময় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৩৫২

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী রোববার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৭ দশমকি ২২ শতাংশ। এ সময় ৬৩৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৯১ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৫ হাজার ৬৫১ জন।

#

দাউদ/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩৫১

টেলিভিশন চ্যানেলে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ):

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

মূলবার্তা **:**

‘‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ’ ২০২৪   
উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।’’

#

শরিফুল/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/আব্বাস/২০২৪/১৮০৫ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৩৫০

**রমজানে ৫০ লাখ পরিবারকে সাশ্রয়ী মূল্যে চাল দেওয়া হবে**

**--- খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ):

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে আগামী ১০ মার্চের মধ্যে ৫০ লাখ পরিবারকে দেড় লাখ টন চাল বিতরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

আজ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলনে অংশগ্রহণ শেষে মন্ত্রী এই তথ্য জানান।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ১ মার্চ থেকেই লিফটিং (ডিলারদের চাল উঠাতে) করতে বলেছি।

১ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত আমাদের একটি সিদ্ধান্ত ছিল। সেটা কমিয়ে ১০ মার্চের মধ্যে ৫০ লাখ পরিবারকে দেড় লাখ টন খাদ্য বিতরণ শেষ করা হবে। এতে বাজারে স্বস্তি ফিরবে কি না এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, দেড় লাখ টন চাল যদি বাজারে ১৫ টাকা দরে যায়, তাহলে ৫০ লাখ পরিবারকে তো আর বাজার থেকে চাল কিনতে হবে না। এতে স্বস্তি আসবে বলে মনে করি।

২০ ফেব্রুয়ারি থেকে বস্তায় চালের দাম ও জাত লেখা থাকার সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে কি না, জানতে চাইলে সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, এ বিষয়ে ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পরিপত্র জারি হবে আর কার্যকর হবে ১৪ এপ্রিল বা পহেলা বৈশাখ থেকে। তখন বাজারে বোরোর নতুন চাল আসবে। যেসব চাল এখন বাজারে বস্তাবন্দি আছে এবং সিল মারা আছে, সেগুলো এখন আর কেউ প্যাকেট চেঞ্জ করবে না। কাজেই নতুন বছরে বোরো চাল উঠবে, তখন থেকে এটা কার্যকর হবে।

ডিসিদের কাছে হালনাগাদ তথ্য আছে কি না জানতে চাইলে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, ডিসি-মিল মালিকদের সঙ্গে মিটিং শুরু হয়েছে। ধান ও চালের জাতের যে নমুনা, সেটা তাদেরও সরবরাহ করা হচ্ছে। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট সে জাতগুলো দিয়েছে, আউশ, আমন ও বোরোতে কোন কোন জাত, কোনটা মোটা, মাঝারি ও সরু সেই জাত দিয়েছে, সেটা নিয়ে তাদের সঙ্গে কাজ করছি। তিনি বলেন, এছাড়া মজুতবিরোধী অভিযান অনেকাংশেই সফল হয়েছে। ডিসিদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যাতে বস্তার গায়ে জাতের নাম লেখা নিয়ে যে পরিবর্তন এসেছে, সেটা বাস্তবায়নে যেন সার্বিক সহযোগিতা করে।

#

কামাল/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর ː ৩৩৪৯

**বরিশালে ১ লাখ ৩২ হাজার ভাতাভোগী বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন প্রতিবন্ধী ও বিধবা ভাতাভোগীর মোট সংখ্যাও লক্ষাধিক**

বরিশাল, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ) ː

বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়ের তথ্যমতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরিশাল জেলায় ১ লাখ ৩২ হাজার ৫৮৩ জন বয়স্ক ভাতাভোগীর জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা আগের অর্থবছরে ছিলো ১ লাখ ৩২ হাজার ৭৮৫ জন। সে হিসাবে চলমান অর্থবছরে অতিরিক্ত এক হাজার ৭৯৮ জনকে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। এছাড়া জেলায় প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী ৫৮ হাজার ৭৫৪ জন এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতাভোগী ৫৮ হাজার ৬৬০ জন মিলিয়ে উভয় কর্মসূচির আওতায় বর্তমান অর্থবছরে লক্ষাধিক ভাতাভোগীকে অর্থসহায়তা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সমাজসেবা কার্যালয়ের দেওয়া তথ্যে আরো জানা যায়, বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় প্রত্যেক ভাতাভোগীকে মাসিক ৬০০ টাকা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতাভোগী প্রত্যেককে মাসিক ৫৫০ টাকা এবং প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী প্রত্যেককে মাসিক ৮৫০ টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে।

উন্নত, সমৃদ্ধ, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে সাথে নিয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকার বদ্ধপরিকর। তারই অংশ হিসেবে সমাজসেবা অধিপ্তর পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় নানাভাবে উপকৃত হচ্ছেন দেশের নানা প্রান্তের অসচ্ছল, বয়স্ক, বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা, প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত, চা শ্রমিক, বেদে জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন বয়স-শ্রেণি-পেশার অনগ্রসর, অসহায় মানুষ।

#

রাফিদ/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/মানসুরা/২০২৪/১৪৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৩৪৮

**দাপ্তরিক কাজে দক্ষ ও স্মার্ট প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে**

**-পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেছেন, জনস্বার্থের কাজগুলো অগ্রাধিকারভিত্তিতে গতিশীল রাখতে হবে। দাপ্তরিক নথিপত্র মুভমেন্টের দীর্ঘসূত্রিতা নিরসন করে দক্ষ ও স্মার্ট প্রশাসন গড়ে তোলার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা আজ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরে ঝটিকা পরিদর্শন শেষে এক মতবিনিময় সভায় কর্মকর্তাদের এ নির্দেশ দেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে দারিদ্র্য বিমোচন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো এবং আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতার সাথে দেশের উন্নয়নকাজে অংশ নেয়ার আহ্বান জানান।

এসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব প্রদীপ কুমার মহোত্তম, যুগ্মসচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম ও যুগ্মসচিব সজল কান্তি বনিক উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২৪/১৪৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ৩৩৪৭

**বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সাথে চীনের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সাথে আজ মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি চাইনিজ অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পসমূহ, লিথিয়াম ব্যাটারি ফ্যাক্টরি স্থাপন, সেমি কন্ডাক্টর ফ্যাক্টরি স্থাপন, ইলেক্ট্রিক ভেহিক্যাল, ব্যাটারী স্টোরেজ সিস্টেম, স্মার্ট মিটার, সোলার বিদ্যুৎ প্রকল্প, বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উত্তোলন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, চীন বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের প্রসারে চীনা কোম্পানিগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তিনি বলেন, আগামী পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৩০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বিনিয়োগের খাতগুলো উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিনিয়োগের ক্ষেত্র বাড়াতে একটি বিশেষায়িত দল গঠন করা যেতে পারে। রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের সাথে চীনের সহযোগিতা উত্তরোত্তর বাড়ছে। আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশ আরো সমৃদ্ধ, শক্তিশালী ও উন্নত হবে।

#

আসলাম/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/মানসুরা/২০২৪/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৩৪৬

**গত রবি মৌসুমে ১৫ হাজারের বেশি পরিবারকে প্রণোদনা দিয়েছে পিরোজপুর কৃষি অফিস**

পিরোজপুর, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ):

গত রবি মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, সয়াবিন, মুগ, মসুর ও খেসারি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৫ হাজার ৬৭০টি পরিবারকে প্রণোদনা দিয়েছে পিরোজপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। চলতি রবি মৌসুমে তরমুজ চাষের জন্য পিরোজপুর জেলায় ১২০ হেক্টর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৩৪ হেক্টর জমিতে চাষ করা হয়েছে। আবহাওয়া ভালো থাকলে এবার জেলার কৃষকরা তরমুজ চাষ করে লাভবান হওয়ার আশা করছেন।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায় যে, গত মৌসুমে প্রতিজন কৃষককে এক বিঘা জমি চাষের উপকরণ হিসেবে পিরোজপুর জেলায় ৫০০ জনকে গম, ১ হাজার ৮৫০ জনকে ভুট্টা, ৩ হাজার জনকে সরিষা, ৩ হাজার ৬০০ জনকে সূর্যমুখী, ১২০ জনকে চিনাবাদাম, ৩০০ জনকে সয়াবিন, ৫ হাজার ২০০ জনকে মুগ, ৪০০ জনকে মসুর এবং ৭০০ জনকে খেসারিসহ ১৫ হাজার ৬৭০ জনকে বীজ প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

#

বশার/ফাতেমা/রবি/সুবর্ণা/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২৪/১১১৫ ঘণ্টা